



108872 - ইন্টারনেটে স্ত্রীর সাথে চ্যাট করে তৃপ্ত হওয়া

প্রশ্ন

আমি সৌদি আরবে চাকুরি করি। আলহামদু লিল্লাহ, আমি যথাসাধ্য সুন্নতেরে পাবন্দ থাকার চেষ্টা করি। আমি রীতিমত মসজিদে নামাজ আদায় করি। বাচ্চাদের লখোপড়ার প্রয়োজনে এই প্রথমবার আমি আমার ফ্যামলিকি দেশে রখে আসি। ইন্টারনেটে আমার স্ত্রীর সাথে অডিও-ভিজিউয়াল (শব্দ-ছবি) পদ্ধতিতে আলাপচারতির সময় কখনো কখনো আমি তাকে তা দেহেরে বশিষে কিছু অংশ দেখতে বলি। এর ফলে আমি এমন যতন উত্তজেনা অনুভব করি যা ঠকেয়ি রাখা আমার পক্ষ্যে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোন একবার আমি হস্তমথৈন করে নিজেকে শান্ত করছি। স্ত্রী ব্যতি অন্য কোনোভাবে যতনক্ষুধা মটোনো যাবে না মরমে সূরা মুমনিনে [আয়াত:২৩:৬] যে নষিধোজ্ঞে রয়ছে আমার এ কর্ম কতি তার আওতায় পড়বে? নাকি স্ত্রী উপভোগ করার মধ্য পড়বে? উল্লেখ্য, আমি জানি হস্তমথৈন করা হারাম। তবে সে তো আমার স্ত্রী যার প্রতি আমি তাকাচ্ছি। আমার কিকরা বাঞ্ছনীয় আসা করি সটো জানয়ি বাধতি করবনে। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদিন দনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইন্টারনেটে চ্যাটিং প্রোগ্রামেরে মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে কথা বলে অথবা তাকে দেখে বা তার ছবি দেখে তৃপ্ত হওয়া জায়যে। তবে সাবধান থাকতে হবে অন্য কটে যনে স্বামী-স্ত্রীর আলাপচারতি শুনতে না পায় অথবা গয়েনেদাগরি না করে।

হস্তমথৈনরে সাধারণ বধিন হল- তা হারাম। তবে যদি কটে যনায় লপ্ত হওয়ার আশঙ্কাবোধ করে তবে তার ক্ষত্রে জায়যে।

শাইখ ইবনে উছাইমনি (রহঃ) কএকবার জিজ্ঞেসে করা হয়েছিলি, স্বামী-স্ত্রীর জন্য টলেফিনে যতন বশিষে আলাপ করা এং একে অন্যকে এমনভাবে উত্তজেনি করা যে হস্তমথৈন ব্যতিরিকে তাদের উভয়রে বা কোন একজনরে বীর্যপাত হয়ে যায়— এরূপ করা কি জায়যে? কারণ, আমার স্বামী প্রায়শঃ সফরে থাকনে। আমরা চারমাসরে মধ্য একে অপররে সাক্ষাত পাই না।

জবাবে শাইখ বলেন: এতে কোন সমস্যা নই; এটা জায়যে।

প্রশ্নকারী: যদি সটো হাত দ্বারা হয়?



জবাব: হাত ব্যবহার করা হলে সে ক্ষেত্রে আপত্তি আছে। যনিতলে লিপ্ত হওয়ার আশংকা ব্যতিক্রমে হাত ব্যবহার করা জায়গে হবে না।

প্রশ্নকারী: যদি হস্তমথুৈন যুক্ত না হয় তবে তও কোনও সমস্যা নহে?

জবাব: না, কোনও সমস্যা নহে। স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে নবিড়িভাবে মলিতি হওয়ার ব্যাপারে কল্পনা করে তবে এতে দোষের কিছু নহে।

আরও জানতে দেখুন [329](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জাননে।